১১-০৭-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা একমাত্র বাবা। উনি নিজে কখনই কারও কোনও প্রকারের পালনা নেন না। যেহেতু উঁনি সদা কালের নিরাকার - এই কথাটাই যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ করে সবাইকে বোঝাও"

প্রশ্ন :- ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থীদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যণগুলি কি কি ?

উত্তর :- ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থীরা কখনই মুরলী না শুনে থাকতে পারে না। সে কখনই বলবে না যে, মুরলী শোনার সময় নেই। সে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, অন্ততঃপক্ষে পয়েন্টগুলি জোগাড় করেও তা পড়বে। পয়েন্টস্ তো কত অনেক আছে। কিন্তু মুরলী না শুনলে জ্ঞানের ধারণা হবে কিভাবে ? এ যে বিশেষ এক বিদ্যা-শিক্ষা, এখানে পাঠ পড়ান স্বয়ং 'সুপ্রীম-টিচার'! তাই তোমাদেরও কখনই এই মুরলীর পাঠ বাদ পড়ে না যেন।

গীত : তোমাকে পেয়ে যে সবকিছুই
. পাওয়া হয়ে গেছে মোদের।
. এই ধরিত্রির যা কিছু তা তো বটেই,
. এমন কি আকাশও যে আজ
. হাতের মুঠোয় মোদের।।

ওম্ শান্তি! তোমরা অর্থাৎ আত্মারা বাবাকে জেনেছো। বাচ্চারা এ কথা অবশ্যই জানো, এক ও একমাত্র এই শিববাবা, যার কোনও সূক্ষ্ম বা স্থুল শরীর থাকে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শংকরের কিন্তু সূক্ষ্ম-শরীর দেখানো হয়। তাদের আবার নিজস্ব নামও আছে। তোমরা তা জানো - তাদের সূক্ষ্ম-শরীরের মধ্যে আত্মাও থাকে। বাচ্চারা, এখন তো তোমরাও ত্রিলোকীনাথও হতে পারো। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের সময়কালে তাদেরকে ত্রিলোকীনাথ বলা যাবে না। যখন তারা লক্ষ্মী-নারায়ণ, তখন এই তিন লোকের (মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থুলবতন) -এর কথা আর মনে থাকে না তাদের। তোমরাও নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে ভেবে দেখে নির্ণয় করবে- তা সঠিক - না ভুল। কেবল শুনেছি বলেই তাকে সত্য-সত্য বলবো- তবে তো তা হয়ে গেল ভক্তি-মার্গের মতন। সবকিছুই এখানে খুব ভালভাবে বুঝতে হবে তোমাদের। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর - এনারা সদাকালই সূক্ষ্ম-শরীরধারী। একমাত্র শিববাবা - যিনি নিরাকার। যার উদ্দেশ্যে অনেক প্রকারের মন্দির বানানো আছে, আবার অনেক প্রকারের নামেও ভূষিত করা হয়েছে তাঁকে। এমনও অনেক মন্দিরে আছে, যেখানে তাঁকে লিঙ্গ-রূপেও দেখানো হয়েছে। বোম্বের মন্দিরে ওনাকে বাবুরীনাথ বা বাবুলনাথ নাম দেওয়া হয়েছে। যদিও শিব কিন্তু এক ও অভিন্ন। বিদেশেও বিলেত ইত্যাদি জায়গায়, সেখানেও নানা প্রকারের নাম রাখা হয়েছে বাবার। বাচ্চারা, তোমরা তো এখন বুঝতে পেরেছো, প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মা। পরমপিতা পরমাত্মা সবকিছুই ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন তোমাদেরকে। উনি স্বয়ং তিন-লোকের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। অতএব এখন তোমরা বি.কে.-রাই ত্রিলোকীনাথ, যেহেতু তিন লোককেই জেনেছো তোমরা। যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ কোনও বিষয়ে জানে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সেই বিষয়ে নাথ হবেই বা কি প্রকারে ? এমন কি কৃষ্ণকেও ত্রিলোকীনাথ বলা চলে না। কেবলমাত্র ব্রহ্মার সন্তানেরা অর্থাৎ বি.কে -রাই ত্রিলোকীনাথ। যাদের মধ্যে সেই তিন-লোকেরই জ্ঞান আছে। তোমাদের এই বাবা হলেন, নলেজফুল ও ব্লিসফুল।

সেই নিরাকার বাবাই তোমাদেরকে এই জ্ঞানে সমৃদ্ধ করছেন। কোনও সাকার মানুষকে 'গড' (ভগবান) বলা চলে না। লোকেরা তো আবার ওঁনাকে (বাবাকে) সর্বব্যাপীও বলেও (অসম্মান করে) থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো - 'গড-ফাদার' কেবল একজনই, যিঁনি নিরাকার 'শিব'। যিনি কারও পালনা নেন না। কিন্তু অন্য সবার ক্ষেত্রেই পালনা নিতে হয়। আত্মা প্রথমে কোনও ছোট শরীরে প্রবেশ করে, যখন সেই শিশু মাতৃ-গর্ভ আঙ্গুল চুষতে থাকে। কিন্তু নিরাকার শিববাবার নিজের যে কোনও আঙ্গুল নেই, যা চুষতে হবে তাঁকে। শিববাবা আরও জানান, উনি কিন্তু কখনও কারও কোনও গর্ভে প্রবেশ করেন না। যেখানে অন্য সবাইকে কিন্তু গর্ভে যেতেই হয়। এরপর তাদের আবার পালনাও হয়। গর্ভধারীনী মা যেমন যেমন খাবার খায়, অর্থাৎ মা যদি টক্-জাতীয় কোনও খাবার খায়, গর্ভের শিশুর ওপরেও তার প্রভাব পড়ে, তখন গর্ভজাত বাচ্চারও অনেক ক্ষতি হয়। তাই তো শিববাবা জানতে চাইছেন - ওনার পালনা তবে কিভাবে করবে বাচ্চারা ? শিববাবা স্বয়ং যেখানে সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালন-কর্তা। আবার শিববাবার উর্দ্ধেও তো কেউ নেই। এই বিষয়গুলি খুব ভাল রীতিতে বুঝতে হবে। বিষয়গুলির উপর বিচার-সাগর মন্থন করে, তার থেকে মূল পয়েন্টগুলিও চিহ্নত করতে হবে। শিববাবা তো চিরকালই সদাকালের প্রকৃত বাবা। যদিও ওনাকেই আবার (মাশুক) প্রেমিক বলাও চলে। সব দেহধারী মানুষেরাই ওনার (আশিক) প্রেমিকা আর উঁনি সবারই প্রেমিক। তোমরা, আত্মারা সবাই ওনার সজনি (বধূ) আর উনি সবার সাজন (স্বামী)। যে সাজন আবার নিরাকার। প্রকৃত অর্থে কোনও আকারী বা সাকারীকে কিন্তু সাজন বলা চলে না। সব প্রেমিকারই এই একই প্রেমিক - যিনি নিরাকার (শিব) বাবা। তেমনি নিরাকার আত্মারাও তাদের প্রিয় থেকেও প্রিয়তম মাশুক প্রেমিককেই স্মরণ করতে থাকে। কিন্তু তাকে এভাবে স্মরণ করে কেন ? অবশ্যই কোনও না কোনও অসুবিধায় আছে তারা - তাই। তাই তো ভক্তরা এভাবে ভগবানকে স্মরণ করতে থাকে। এই প্রেমিক ও তার প্রেমিকারা কিন্তু নিরাকার। আবার সাকারী প্রেমিক-পেমিকার প্রেমেও কিছু মহিমা থাকে। যদিও তা অতি নগন্য। কারণ, তারা যে একে অপরের শরীরের প্রতি আকর্ষিত হয়। কিন্তু নিরাকারের প্রেমে যে কোনও কাম-বিকার থাকে না। তারা একে অপরকে (আত্মা পরমাত্মাকে-পরমাত্মা আত্মাকে) কেবল দেখতেই থাকে। যেহেতু না দেখলে যে সুখের অনুভূতি হয় না। আর শরীরধারী মানুষেরা একে অপরের শরীরকেই স্মরণ করে। আর এই নিরাকারী স্মরণে দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয়, তা সে যেখানেই যাক না কেন, তার মনে হবে যেন নিরাকারী প্রেমিকা সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছে। তার আবার সাক্ষ্যাৎকারও হয় - যেহেতু সেই প্রেম হলো পবিত্র-প্রেম। শরীরের যে সৌন্দর্য থাকে, তা কিন্তু কাম-বিকারের জন্য নয়। তা থাকে যাতে একে অপরকে দেখে খুশী হয়। এমন কি খেতে বসেও তার কথা মনে পড়লে, ব্যস্, খাওয়ার কথাই ভুলে যায়। একদৃষ্টে কেবল তাকিয়েই থাকে। যদিও সংখ্যাটা খুবই কম। আর এখানে তো সেই এক ও একমাত্র বাবা, যিনি সবারই মাশুক (প্রেমিক পরমাত্মা শিববাবা) আর বাচ্চারা সবাই আশিক। অবশ্য এমন আশিক বাচ্চা খুব কমই হয়- যারা প্রকৃত আশিক। আর যারা তা হতে পারে তারাই হয় 'পাশ উইথ অনার'।

মালার ৮-টি দানারই তো যত বিশেষ মহিমা। ভক্ত যখন ভগবানকে পায়, তখন ভগবানকে কত বেশী করে স্মরণ করা উচিত ! এক্ষেত্রে বাবা জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তবেই তো তোমরা বাবার থেকে সুখের সেই আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাবে। জাগতিক সুখ তো

ক্ষণস্থায়ী, আর সেই সুখ যা অতি সামান্যই, যা কেবল একে অন্যকে ভালবাসে। আর বেহদের বাবাকে ভালবেসে স্মরণ করলে - বেহদের বাবার থেকে বেহদ দুনিয়ার বেহদের ভালবাসা পাওয়া যায়। তা কেবলমাত্র এই বাবার থেকেই পাওয়া যায়। বাচ্চারা এও জানে যে, এই বাবার কোনও শারীরিক নাম নেই (যেহেতু ওনার তো শরীর-ই নেই)। লক্ষ্মী ও নারায়ণের যুগ্মরূপই বিষ্ণুরূপ। সর্বপ্রথম রাজত্ব পায় তারাই। সত্যযুগের শুরুতে লক্ষ্মী-নারায়ণের যে রাজত্ব চলে, সেখানে প্রজারও তো থাকবে অবশ্যই। সামান্য বুদ্ধিতেই তা বোঝা যায়, সত্যযুগের শুরুতে তা খুব কম সংখ্যাতেই থাকে, যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্যযুগের শুরুতে কেবল এই লক্ষ্মী-নারায়ণদেরই রাজত্ব চলে। আর তাদের রাজত্বও হয় যমুনা নদীর ধারে। তখন তাদের নাম থাকে রাধা ও কৃষ্ণ। গঙ্গা-যমুনা ইত্যাদি আরও বহু নদীও থাকে, সেই নদীগুলির ধারেই তাদের রাজত্ব গড়ে ওঠে। বড়-বড় চিত্রগুলিতে যা দেখানো হয়। সাগরে (কৃষ্ণের রাজধানী) দ্বারকা-নগরী ডুবে গেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি,- এমন ব্যাপার মোটেই নয়। দেবতাদের ঘর-বাড়ী, গ্রাম-বসতি সাগরের ধারে থাকে না। বর্তমানের এই বোম্বাই শহরের অস্তিত্বও থাকবে না একসময়। তা তো তোমরা বুঝতেই পারছো তোমাদের বুদ্ধিতে। প্রিয় থেকেও প্রিয়তম একমাত্র এই 'বি-লাভড় গড-ফাদার'। খ্রীস্টানরা কিন্তু যীশুকে 'গড-ফাদার' বলে না। তোমরা জানো, যীশু হলেন 'ম্যাসেঞ্জর', বার্তা বাহক দূত, অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মাই ওনাকে পাঠিয়েছেন। যীশু আসেন সেই নিরাকার দুনিয়া থেকে। লোকেরা কিন্তু তাকে 'গড-ফাদার' বলে না, তাকে 'প্রিসেপ্টর' বা ধর্মগুরু হিসাবেই মানে। কিন্তু হিন্দুদের বিষয়ে এমন কিছু জানা যায় না - হিন্দু ধর্ম কবে, কখন, কিভাবে, কে স্থাপন করলেন ? আসলে হিন্দু-ধর্ম বলে কিছু হয় না। তা আসলে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। আদম-সুমারী জন-গননায় যদি তুমি বলো, "আমি ব্রাহ্মণ- এখন আমরা কেউ-ই হিন্দু নই। এখন তো আমরা ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ।" কিন্তু তোমরা যতই বল না তাদের, তবুও তারা তোমাদেরকে হিন্দুর মধ্যেই গুনতি করবে। কিন্তু সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে তো আর এমন আদম-সুমারী হয় না। যেহেতু তখন সেখানে থাকে একটি মাত্র দেবী-দেবতা ধর্ম। তাই সেখানে এমন কোনও প্রশ্ন করার প্রয়োজনই পড়ে না। বর্তমান সময়ে এত ধরণের ধর্মের সমাবেশ, তাই এমন সব প্রশ্নের প্রয়োজন পড়ে। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে এসব বিষয়গুলিই ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন। অতএব তোমাদেরও উচিত এমন বাবাকে বুদ্ধি সহযোগে লাগাতার স্মরণ করতে থাকা।

বাচ্চারা, তোমাদের এই বাবা হলেন নিরাকার। উনি কেবল একটি নামেই পরিচিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও আকারী চিত্র হয়। কিন্তু, শিবের কোনও চিত্র হয় না। লোকেরা কিন্তু তা ভালভাবেই বোঝে, শিব হলেন ভগবান। মানুষেরা কোনও মতেই নিজেদেরকে ভগবান বলতে পারে না। যেহেতু (মানুষের) আত্মারা পুনর্জন্মের চক্রে আসে। কিন্তু এমনটা মোটেই হয় না যে এই বাবারও পুনর্জন্ম হয়। এখন তোমরা 'তিন-লোক'কেই জেনেছো, তাই তোমাদের নাম ত্রিলোকীনাথ। নাথ বলা হয় তাদেরকে, যারা সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত। তোমাদের অর্থাৎ বি.কে.-দের এখন এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আছে। একমাত্র তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরাই তা জানো, যা আর কেউ-ই তা জানে না। কৃষ্ণও কিন্তু ত্রিলোকীনাথ হতে পারে না। যেহেতু স্বর্গ-রাজ্যে এই বিশেষ জ্ঞান পাওয়া যায় না। যা কেবল এই সময়কালেই তোমরা পেয়ে থাকো। তাই তো তোমাদের নাম এত উজ্জ্বল হয়। দিলওয়ারা মন্দিরেও শিব, আদি-দেব, আদি-দেবী আর তোমরা অর্থাৎ তাদের বাচ্চারা, তা তোমাদের মূর্ত্তি ও চিত্র, তোমরা যারা এখন এই সেবায় রত। বাবা তো আসেনই পতিতদের পবিত্র বানাতে, আর সেই সেবাতে তোমরাও বাবাকে সাহায্য কর। বাবা তাদেরকে খুব ভালভাবেই জানেন, কে কে বাবার প্রকৃত সাহায্যকারী। তাই তো বাবা বলেন- "আমি খুব ভালই জানি, কে কে আমার এই কার্যে

প্রকৃত সাহায্যকারী। কিন্তু বাচ্চারা তা বুঝতেই পারে না। যার প্রতিদানে আমিও তাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানিয়ে দেই।" আসলে সব ছাত্রই তো আর একই প্রকারের হয় না। শিববাবার এই দোকান, যেখান থেকে সাধারন মানুষকে দেবতা বানিয়ে দেওয়া হয়। যদিও তা হয় তাদের নম্বরের ক্রমিক অনুসারে। যারা মহারথী বাচ্চা, তাদের সেন্টারগুলি অবশ্যই খুব ভালভাবেই চলবে। তবেই তো প্রমাণ হবে খুব ভাল 'সেল্স্-ম্যান'। এই সেন্টারগুলিই তো শিববাবার দোকান। যেখান থেকে এত মূল্যবান অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের বাণিজ্য করা হয়। অথচ দেখ, তোমাদের এই বাবা কত সাধারণ। সত্য আর মিথ্যার কত তফাৎ। একমাত্র এই সত্য বাবাই সত্য বলেন। এছাড়া সবকিছুই তো কেবল মিথ্যা আর মিথ্যা। সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, যে বাবা পরমপিতা পরমাত্মা এই মহামূল্যবান শ্রীমৎ দিচ্ছেন, তাকেই সর্বব্যাপী বলাটা। এর পূর্বে লোকেরা বলতো, তিনি অসীম-অনন্ত।

লোকেরা এটাই তো জানে না, রাবণ কে, তার আবির্ভাবই বা হয় কখন। অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা বলে থাকে, রাবণ ত্রেতার। আবার কৃষ্ণর উপস্থিতি দ্বাপরে এমনটাও বলে। আসলে সত্যযুগ সম্বন্ধে তাদের কোনও ধারণাই যে নেই। আবার বলা হয় রাম-সীতাও ত্রেতার। তাই যদি হয়, তবে তো সেখানে রাবণের প্রসঙ্গ আসতেই পারে না। এসব তো বর্তমান সময়কালের ঘটনাবলী। অথচ তারা এমন সব গাল-গপ্পো প্রচার করে। এসব নিয়ে কারও সাথে আলোচনা করে বোঝাতে যাও তো তারা বলবে- এসব বি.কে.-দের তৈরী করা কল্পনা মাত্র। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের তো যুক্তি-সহকারে তা বোঝানো হয়েছে। এসব বিষয়ে যা যা পয়েন্ট পেতে থাকবে, তা ধারণ করতে থাকবে। তোমরা যখন যেখানেই থাকো না কেন, পয়েন্টসগুলি আনিয়ে নিয়ে তা পড়তে হবে। এ বিষয়ে এমনটা না হয় যেন, সময় পাইনি বা সুযোগ করে উঠতে পারিনি। আরে, তোমাদেরকে যে 'গডলী-স্টুডেন্ট' বলা হয়। তোমরাই যদি বলো যে সময়-সুযোগ করতে পারিনি - তবে অন্যদেরকে তোমরা কি বলবে ? অন্যদেরকে তা কিভাবেই বা ধারণ করাবে ? এরকম অনেক অনেক পয়েন্টই আসবে তোমাদের কাছে। তাই, যদি তোমরা মুরলী না শোনো বা না পড়ো, তবে ধারণা আসবে কোত্থেকে ? এটাও যে 'এডুকেশন' (পাঠের শিক্ষা)। আর এই শিক্ষা যিনি দিয়ে থাকেন, তিনি এক ও একমাত্র 'সুপ্রীম টিচার'। মুরলী না শুনলে, অন্যদেরকে মুরলী সম্বন্ধীয় পয়েন্ট শোনাবেই বা কি করে ?

বাচ্চারা তা খুব ভাল মতই জানে, বাবা হলেন জন্ম-মরণ রহিত। কখনই তিনি পুনর্জন্মের চক্রে আসেন না। তবুও কিন্তু ওনার জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয়। অবশ্য আজকাল তো আবার সেই শিব-জয়ন্তীকেও বন্ধ করার প্রয়াস চলছে। তাদের একথা কে বোঝাবে, কি করে শিবের জন্ম হয়ে থাকে ? উনি এসে কি কি কর্ম-কর্তব্যই বা করেণ ? অথচ গীতাতে শিবের নামের জায়গায় কৃষ্ণের নাম করা রয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ তো আর সেই রূপে আসতে পারে না। কৃষ্ণকে বৈকুন্ঠনাথ বলা যেতে পারে, কিন্তু ত্রিলোকী নাথ অবশ্যই নয়। অতএব বৈকুন্ঠ অথবা স্বর্গ-রাজ্য এই স্থুল জগতেই ছিল কখনও। তখন কৃষ্ণও এখানেই ছিল। রাধা-কৃষ্ণ কিন্তু ভাই-বোন ছিল না। তারা উভয়েই যে যার নিজের-নিজের রাজধানীতে পৃথক-পৃথকই থাকতেন। তোমাদের মধ্যে অনেক বাচ্চারাই সেই সাক্ষ্যাৎকারও করেছে, কিভাবে তাদের স্বয়ংম্বর হয়! গোড়ার দিকে এসব বিষয়ে বাবা তোমাদেরকে সেসবের অনেক বর্ণনও করেছেন। তোমরা একা-একা তখন ভাট্টীর যোগে মগ্ন থাকতে। তখন কোনও বন্ধু-বান্ধব, মিত্র-সম্বন্ধী, আত্মীয়-স্বজন কারও সাথেই সাক্ষ্যাৎ হতো না তোমাদের। তাই বাবা সেসব সাক্ষ্যাৎকার করিয়েছেন তোমাদেরকে। অন্তিমে তো আরও অনেক কিছুই দেখবে তোমরা। তখন অনুভব হবে, তোমরা যেন শান্ত-চিত্তে বৈকুন্ঠেই বসে আছো। আর সেই অন্তিম-ক্ষণে অন্য

লোকেরা নিদারুণ দুর্দশা অবস্থার মধ্যে পড়বে। অনেক প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে। যাকে বলা যায় ("অতি খুনে নাহেক") অর্থাৎ বিনা কারণেই রক্তের নদী বইবে। দুনিয়ায় কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারবে না। এমন কি গভর্ণমেন্টও কিছু করে উঠতে পারবে না। যেহেতু সবার এবং সবকিছুরই এই বিনাশ তো হবারই ছিল। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তো তোমাদের অবিনাশী বাবার থেকে অবিনাশী পদ পেয়েই যাবে। যদিও তা প্রজার পদও পাও - সেটাও তো পরম সৌভাগ্যের। যেহেতু সেখানে যে কেবল সুখ আর সুখ। আর এখানে কেবল দুঃখ আর দুঃখ। তাই বাবা স্বয়ং যখন পড়াতে এসেছেন, তখন তো খুব মনোযোগ সহকারে তা পড়তেই হবে - তাই না ! যদিও তোমাদের অনেক কিছুই করার থাকে, হাতের সাহায্যে তা তোমরা করতে থাকো, কিন্তু হৃদয়ে-মনে-বুদ্ধিতে বাবার সাথে যোগ অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে থাকো (হাথ কার ডে দিল য়্যার ডে .....) । গৃহস্থ ব্যাবহারে থেকে, সবকিছু করার সাথে সাথে - একমনে একমাত্র ওনাকেই লাগাতার স্মরণ করে যেতে হবে। আরে, এই বাবা এমনই বাবা, যিনি নিজের বাচ্চাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী বানিয়ে দেন। তা কি আর যেমন তেমন সাধারণ কথা! পুরো ২১-জন্মের নিশ্চিন্ত রাজ্য-ভাগ্য, যেখানে দুশ্চিন্তা নামক কোনও কিছুর নাম-গন্ধ পর্যন্ত নেই। আর এখানে দেখো, সবারই কেবল দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা। যা একেবারেই থাকে না সেখানে। এখানকার সু-কর্মের ফলে পুরস্কৃত হয়ে তোমরা সেখানে প্রালব্ধ ভোগ করো। কিন্তু ওখানে গিয়ে তখন অবশ্য তোমাদের তা মনে থাকবে না। কেবল এই সময়ে তোমরা তা বুঝতে পারো যে, তোমরা এই অবিনাশী বাবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। অটোমেটিক্যালী সেই উত্তরাধিকার সূত্রে রাজধানীরও রাজ্য-ভাগ্য তো পেয়েই যাবে। এমন কি, রাজা-রাণী পদের জন্যও কোনও দান-পুণ্যও করতে হয় না। একমাত্র তা প্রালব্ধ হয় এখনকার পুরুষার্থের অনুসারে। অতএব বাচ্চারা, তোমরাই তা ভাবো, কি ধরণের পুরুষার্থ করা উচিত তোমাদের, যে সুকর্মের ফল আগামী ২১-জন্মের প্রালব্ধ জমা হয়। এখনকার পুরুষার্থের প্রালব্ধ এই জন্মের জন্য নয়। অপ্রাপ্ত - এমন কোনও বস্তু বা ব্যাপারই থাকে না সেখানে, যার নিমিত্তে তোমাদের আলাদা করে পুরুষার্থ করতে হবে। সেখানে সবাই ধন-সম্পত্তিবান। এখানে তো লেকেরা পড়াশোনা করে, জজ-ব্যারিস্টার, ডাক্তার হওয়ার জন্য... কিন্তু সেখানে এসবের কোনও প্রয়োজনই নেই। সেখানে কেউ কোনও প্রকার পাপও করে না। কোনও চোর বা ঠগবাজও থাকে না সেখানে। তোমরা বি.কে.-রাই তখন সমগ্র বিশ্বের মালিক হও। কোনও কিছুরই উদ্বেগ বা চিন্তা থাকে না। অন্নের জন্য কোনও পয়সা লাগে না। এখানে ব্রহ্মাবাবার আমলে ৮ থেকে ১০ আনার মধ্যে এক মণ আনাজ পাওয়া যেত। তবে এরও কত পূর্বে, তখনকার অবস্থা কি ছিল, তা আন্দাজ করো। হিসেব করে দেখো, জিনিষের দাম এখন কত বেশী ব্যয়-বহুল হয়ে গেছে। দিনকে দিন যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তখন কিন্তু আবার তা খুব সস্তা হয়ে যাবে। ড্রামা অনুসারে আবার সেই সময়ে সবকিছুই সহজলভ্য হবে তোমাদের জন্য। এই বাবার সাহায্যেই তো তোমারা সেই রাজধানীর রাজ্য-ভাগ্য পদ পেতে চলেছো। ঘটনা এমনই ঘটবে, যখন দুই বাঁদরের মধ্যে লড়াই চলবে, আর মাখন পাবে তোমরা। দুনিয়ার লোকেরা তো এসবের কিছুই জানে না যে, তোমাদেরকে এই বিশেষ পাঠ পড়াচ্ছেন কে। যেহেতু এই শিক্ষক থাকেন গুপ্তবেশে। মুহূর্ত মাত্র সময়ের মধ্যেই তোমাদেরকে তিনি বৈকুন্ঠের রাজধানীর মালিক বানিয়ে দেন- 'খুদা-দোস্ত' -এর গল্পের মতন। এমনই মহিমা এই বাবার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) খুব দক্ষ ও কুশলী সেল্সম্যান হয়ে এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের বাণিজ্য করতে হবে। অবিনাশী প্রালব্ধ অর্জনের জন্য নিজের বুদ্ধিযোগ এক ও একমাত্র বাবার সাথেই রাখতে হবে।

২) 'পাশ উইথ অনার' হওয়ার জন্য প্রকৃত আশিক (প্রেমিকা) হতে হবে। নিরন্তর এক মাশুককে (প্রেমিক) স্মরণে রাখতে হবে।

বরদান :- বর্তমানের এই মরজীবা জীবনে সদা সন্তুষ্ট থেকে 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা'-ধারী হও

বিস্তার :- বাচ্চারা, তোমরা মরজীবা হয়েছো সদা সন্তুষ্ট থাকার জন্য। যেখানে সন্তুষ্টতা সেখানেই সর্বগুণ আর সর্বশক্তি। যেহেতু তারা রচয়িতাকে এমন ভাবে নিজের বানিয়ে নেয় যে, বাবাকে যখন পেয়েছি - সব কিছুই পাওয়া হয়ে গেছে। যাবতীয় ইচ্ছাগুলিকে একত্রিত করলে যা হবে তারও বহুলক্ষগুণ বেশী পাওয়া তো হয়েই গেছে। এর পরেও যদি ইচ্ছা জাগে, তবে তা হবে সূর্যের সামনে প্রদীপ জ্বালানো। ইচ্ছা আসা তো অনেক দূরের ব্যাপার - এমন কোনও প্রশ্নের কথাও ভাবা যায় না। যেহেতু সর্বপ্রাপ্তি-সম্পন্ন, তাই সে হয়ে যায়, 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' 'সদা সন্তুষ্ট-মণি'।

স্লোগান :- যার সংস্কার সহজ-সরল, সে যে কোনও পরিস্থিতিতেই নিজেকে সেভাবেই মানিয়ে নিতে পারে।

টীকা :- "খুদা-দোস্ত" খুদাই অর্থাৎ পরমাত্মাকে বন্ধু বানানো -
(এর আধ্যাত্মিক ভাব)
কেউ যদি ভগবানকে বন্ধু বানায়, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে শ্রীমৎ অনুসারে প্রতিটি কার্যই করে, তখন স্বয়ং ভগবান তাকে দিয়ে এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম করান, যার ফল স্বরূপ বর্তমানের এই সঙ্গমযুগেও যেমন সে বাদশাহী পায়, তেমনি আগামী ভবিষ্যতের বাদশাহী তো তার, থাকেই থাকে। শুধু তাই নয়, এখন সে যাদের যাদের কল্যাণ করে, তারাও তখন তার প্রজা হিসাবে তার সাথেই যায়।